মোশী এবং পুরাতন নিয়মের বিধি

পঞ্চপুস্তক ভাগ ৩ যাত্রাপুস্তক, ঈশ্বরের ব্যবস্থা প্রদান।

যারা শিশুদের শিক্ষা দেবেন তাদের অবশ্যই অধ্যয়ণ P2b3 পাঠ করা উচিৎ।

প্রার্থনা ঃ ''প্রাচীন ইস্রায়েলকে দত্ত তোমার আজ্ঞা সমূহের বর্তমান উদ্দেশ্য বুঝতে আমাদের সাহায্য কর।''

১. ঈশ্বরের বাক্যের সাথে আপনার হৃদয় ও মনকে প্রস্তুত করুন।

যাত্রা ১৯ অধ্যায়ে খুঁজে দেখুন, পুরাতন নিয়মের ব্যবস্থার ভিত্তি ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা লাভের জন্য ঈশ্বর কিভাবে তাঁর লোকদের প্রস্তুত করেছিলেন।

আজ্ঞা (সংক্ষিপ্তাকারে)

আমা বিনা অন্য কোনও দেবতা না থাকুক।
কোন মূর্ত্তি নির্মাণ করিও না।
ঈশ্বরের নাম অনর্থক লইও না।
বিশ্রাম বার পবিত্ররূপে পালন করিও।
আপন পিতা মাতাকে সমাদর করিও।
নরহত্যা করিও না।
ব্যভিচার করিও না।
চুরি করিও না।
মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না।
অন্যের সম্পত্তিতে লোভ করিও না।

দশ আজ্ঞার সম্পূর্ণ অংশের পুরাতন নিয়ম যেটাকে সাধারণ অর্থে বিধি বা চুক্তি বলে সম্বোধন করে, তা অন্বেষণের জন্য **যাত্রাপুস্তক ২৩ঃ১-১৭ দেখুন।**

দশ আজ্ঞা সম্মন্ধে ঐতিহাসিক কিছু বিষয় ঃ

- লোহিত সাগরের মধ্য দিয়ে রাস্তা তৈরী করার মাধ্যমে, আশ্চর্য জনক ভাবে মিশরীয় দাসত্ব থেকে মুক্ত করার অনতিকাল পরেই ঈশ্বর প্রচীন ইস্রায়েলীয়দের দশ আজ্ঞা প্রদান করেছিলেন। দয়াকারী অলৌকিক কাজের কারণে তারা ঈশ্বরকে মানতে বাধ্য ছিল (যাত্রা ২০ঃ২)।
- প্রাচীন বিধিটিতে মূল দশটি আজ্ঞা সহ মোই ৬১২টি বিধি ছিল। তার সবকটাই এখন আর ঈশ্বর চান না যে তাঁর লোকেরা মেনে চলুক যেমন, কেবলমাত্র যিরূশালেমেই আরাধনা করা। বিশ্রামবারে যে কাজ করবে তাকে হত্যা করা সাব্বাথ বৎসরগুলিতে ভূমিতে চাষ না করা। পশুবলি দেওয়া ইত্যাদি। নামমাত্র কয়েকটি পুরাতন নিয়মের আজ্ঞাকে নতুন নিয়ম প্রয়োজনীয় বলে গন্য করেছে। দুই নিয়মেরই প্রাথমিক আজ্ঞা হল প্রেমের আজ্ঞা (দ্বি বি ৬ঃ৪-৫)। যারা বিশেষ বিশেষ দিনকে মেনে চলত এবং খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে বিধিনিষেধ মেনে চলত। পৌল তাদেরকে ভর্ৎসনা করেছেন। (গালাতীয় ৩ঃ১-৩;৪ঃ৯-১১; কলসীয় ২ঃ১৬-১৭)।
- মোশি তাঁর শ্বশুরের পরামর্শ মেনে ঈশ্বরের লোকদের বিচার করার জন্য প্রাচীনদের নিযুক্ত করেছিলেন। (যাত্রাপুস্তক ১৮ঃ২৪-২৫)। ঈশ্বরের আজ্ঞা সমূহের বিষয়ে এই প্রাচীনদের জ্ঞান থাকা প্রয়োজনীয় ছিল(যাত্রা ১৯ঃ৭)। একসময় ভ্রাম্যমাণ ইস্রায়েলীয়রা সিনয় পর্বতের কাছে শিবির স্থাপন করেছিল। ঈশ্বর তাদেরকে সিনয় পর্বতে উঠতে নিষেধ করেছিলেন। অন্যথায় তারা মারা পড়বে, (যাত্রা ১৯ঃ২-৫)। একামাত্র মোশিকে তাতে উঠতে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। ঈশ্বর বজ্র বিদ্যুৎ ও প্রচুর ধোঁয়া সহযোগে সেই পর্ব্বতের উপরে নেমে এসেছিলেন; পর্ব্বতটি ভয়ঙ্কর ভাবে কেঁপে উঠেছিল (যাত্রা ১৯ঃ১৬-২০)। তথায় পাথরের উপর ক্ষোদিত করে ঈশ্বর মোশিকে দশ আজ্ঞা দিয়েছিলেন। (যাত্রা ২৪ঃ১২)

- খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের অবশ্যপূরণীয় বিষয় হিসাবে নতুন নিয়মে দশটির মধ্যে নয়টি আজ্ঞার পুণরক্তি করা হয়েছে। এতে সপ্তাহের সপ্তম দিনকে বিশ্রাম দিন রূপে পালন করার জন্য আলাদা করে রাখা বিশ্বাসীদের জন্য প্রয়োজন নেই। কিছু মণ্ডলীর বিশ্বাসীরা সপ্তাহের প্রথম দিনে একত্রিত হত (প্রেরিত ২০ঃ৭)। ঈশ্বর বিশ্রাম করাকে অন্য দিনে পরিবর্তন করেননি। বরং তিনি কিরূপ বিশ্রাম তাঁর লোকদের জন্য যুগিয়ে থাকেন তা বর্ণনা করেছেন (ইব্রীয় ৪ঃ৩-১২)। কিছু কিছু মণ্ডলী এখনও পর্যন্ত সাব্বাথ দিনে পূর্ণ বিশ্রাম দাবী করে।
- সপ্তম দিনকে, পুরাতন নিয়ম বিশ্রাম দিন হিসাবে দাবী করে, যেমন অনেক পুরাতন নিয়মের বিধি, পুরাতনের প্রতিই তাদের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করেছে যা ছিল সাময়িক এবং বহু বস্তুগত সৃষ্টি, কারণ ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টির শেষে সপ্তম দিনে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। (যাত্রা ২০ঃ১১)।
- সপ্তাহের প্রথম দিনে যে দিনে যীশু মৃত্যু থেকে পুণরুত্থিত হয়েছিলেন, সেই দিনটি নতুন আধ্যাত্মিক সৃষ্টির প্রতিই মনোনিবেশ করে যা ছিল নতুন বিধি এবং যা পুরাতনের বদলে দেওয়া হয়েছিল। পবিত্র আত্মাতে নতুন জন্ম প্রাপ্ত হয়ে বিশ্বাসীরা এই অনন্ত সৃষ্টির অংশীদার হয়ে ওঠে। (যিরমিয় ৩১ঃ৩১-৩৪; ২ করিন্থীয় ৫ঃ১৭)
- ঈশ্বর নতুন নিয়মের অনুগ্রহের বিধির দ্বারা পুরাতন নিয়মের যাবতীয় বিধিগুলিকে পুনঃস্থাপন করেছেন। বিশ্বাসীদের অনুসরণের জন্য নতুন নিয়ম এক নতুন ধরনের বিধির প্রকাশ করেছে যেহেতু যীশু নিজ রক্ত দ্বারা এক নতুন নিয়মের প্রবর্তন করেছিলেন। এটাকে বলা হয় স্বাধীনতার বিধি (যাকোব ১ঃ১৪), বিশ্বাসের বিধি (রোমীয় ৩ঃ২৭-২৮), প্রেমের বিধি (গালাতীয় ৫ঃ১৪) এবং আধ্যাতিকতার বিধি (রোমীয় ৮ঃ২-৪), আরও অধিক গৌরবময় এবং অনন্তকালস্থায়ী ''আত্মার পরিচর্য্যা'' পুরাতনের ''মৃত্যুর পরিচর্য্যাকে''প্রতিস্থাপিত করেছে, যা ছিল প্রাচীন ব্যবস্থা, যা বিবর্ণ হয়েগেছে (১ করিন্থীয় ৩ঃ৭-১১)।
- পুরাতন নিয়মের বিধি, মৃত্যু এনেছিল, কারণ কারো পক্ষে এর সব নিয়ম মেনে চলা সম্ভব ছিলনা। এই বিধির উদ্দেশ্যগুলি ছিল তিনপ্রকার
  - ১) এটা প্রাচীন ইস্রায়েলের জন্য নাগরিক এবং সামরিক নিয়মের বর্ণনা দিয়েছিল। যাতে প্রাচীনরা বিচক্ষণতার সাথে বিচার নিষ্পত্তি করতে পারে।
  - ২) এটা পাপ সম্বন্ধে ধারনার প্রকাশ ঘটিয়ে ছিল। (রোমীয় ৩ঃ১৯-২০)
  - ৩) এটা একজন ''শিক্ষক'' অথবা পরবর্তীকালে আগত উত্তম বিষয়ের ''ছায়া'' হিসাবে কাজ করত। যাতে পাপীদের খ্রীষ্টের পথে আনতে পারে যিনি আমাদের মৃত্যুজনক ঋণকে ''ক্রুশের উপর বিদ্ধ করে'' আমাদের তা থেকে মুক্ত করেছেন (গালাতীয় ৩ঃ২৪-২৫; কলসীয় ২ঃ১৪-১৭)

যাত্রাপুস্তক ৩২ পড়ুন, ঈশ্বর মোশিকে দশ আজ্ঞার অন্য একটি সংস্করণ দিয়েছেন। এই অংশে খুঁজুন

- ঈশ্বর কেন ইস্রায়েলের প্রতি ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন।
- প্রতিমার ভজনাকারীদের ধ্বংস সাধনের বিষয় ঈশ্বর কেন তাঁর মনকে পরিবর্তন করেছিলেন।
- তাঁর ক্রোধের কারণে মোশি প্রস্তর ফলকগুলির সাথে কি মূর্খের ন্যায় কাজ করেছিলেন ।

২. ''বিধি নিষেধের পত্র'' দ্বারা নয় কিন্তু পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত হবার জন্যে এবং একে অপরকে সাহায্য করার জন্যে বিশ্বাসীরা পরবর্তী সপ্তাহে কি করবে সে বিষয়ে পরিকল্পনা করুন।

যদি কোনও বিশ্বাসী পুরাতন নিয়মের বিধি নিষেধের দ্বারা সমস্যায় পড়ে তবে, তাদেরকে পরিদর্শন করুন এবং এই অধ্যায়নে যে সত্যকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তার ব্যাখ্যা করুন। ব্যাখ্যা করুন যে খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীরা এখন অনুগ্রহের নতুন নিয়মের অধীনে বাস করছেন। ''খ্রীষ্টীয়ানদের জীবন ধারার সাধারন বিষয়গুলি'' লিখিত বিধি নিষেধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়; পবিত্র আত্মা খ্রীষ্টানুসারীদের স্বাধীনতার বিধি দ্বারা পরিচালনা দেন, যখন তারা প্রেমের বিধির প্রতি বাধ্য হয়।

যদি বিশ্বাসীরা পুরাতন নিয়মের নিয়মবিধিকে মেনে চলাকে বাধ্যতামূলক বলে মনে করে তবে প্রার্থনা করুন যাতে তারা নিয়মবিধির দাসত্ব থেকে স্বাধীনতা পায়। রোমীয় ৬ঃ১৪ ''মুখস্থ করতে তাদের সাহায্য করুন। যেখানে লেখা আছে, পাপ তোমাদের উপর কর্তৃত্ব করিবে না; কারণ তোমবা ব্যবস্থার অধীন নহ, কিন্তু অনুগ্রহের অধীন।''

যদি বিশ্বাসীরা এখনও পর্যন্ত, যীশুর আজ্ঞার পরিবর্তে পুরাতন নিয়মের আজ্ঞা সমূহ মেনে চলে তবে তাদের জন্য পাঠ করুন কলসীয় ২ঃ১৬-১৭ ''অতএব ভোজন পান, কি উৎসব, কি অমাবস্যা, কি বিশ্রাম বার, এই সকলের সম্বন্ধে তোমাদের বিচার না করুক, এ সকল ত আগামী বিষয়ের ছায়ামাত্র, কিন্তু দেহ খ্রীষ্টের।''

৩. পরবর্তী আরাধনার কাজকর্ম সম্বন্ধে সহকর্মীদের সাথে পরিকল্পনা করুন।

এমন পদ্ধতি বেছে নিন যা বর্তমান প্রয়োজন এবং স্থানীয় রীতির সাথে মানানসই হয়।

কিভাবে ঈশ্বর মোশিকে দশ আজ্ঞা প্রদান করেছিলেন এবং কিরূপে মোশি যারা পাপ করেছিল তাদের ক্ষমার বিষয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ভিক্ষা করেছিলেন তা বলুন।

পুরাতন নিয়মের ব্যবস্থার ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো ব্যাখ্যা কর।

কিভাবে ঈশ্বর অনুগ্রহের নতুন চুক্তির দ্বারা পুরাতন চুক্তিকে পরিবর্তিত করেছিলেন তা ব্যাখ্যা করুন।

ছোটরা যে নাটক, কবিতা ও প্রশ্নসমূহ তৈরী করেছে তা উপস্থাপন করতে দিন।

যে সমস্ত লোকেরা পুরাতন নিয়ম বিধি নিয়ে সমস্যায় আছে তাদেরকে পরিদর্শনের জন্য যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছেন তা ব্যাখ্যা করুন।

যোহন ১ঃ১৭ একত্রে মুখস্থ করুন। ''কারণ ব্যবস্থা মোশি দ্বারা দত্ত হইয়াছিল, অনুগ্রহ ও সত্য যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা উপস্থিত হইয়াছে''।

প্রভুর ভোজ প্রবর্তনের জন্য, কলসীয় ২ঃ১৩-১৪ পাঠ করুন। ব্যাখ্যা করুন যে খ্রীষ্টের রক্ত আমাদেরকে ''মৃত্যুজনক ব্যবস্থার'' অভিশাপ থেকে মুক্ত করে এবং প্রভুর ভোজ তাঁর রক্ত বলিদানকে উদ্‌যাপন করে।

দুই অথবা তিনটি দলে ভাগ হয়ে প্রার্থনা করুন এবং একে অপরকে সাহায্য করুন। যে সমস্ত লোকেরা এখন পুরাতন ব্যবস্থা পালনের জন্য সংগ্রাম করছে যা নতুন নিয়মের বিশ্বাসীদের জন্য ঈশ্বর আর অবশ্য পূরণীয় শর্ত হিসাবে গ্রাহ্য করেন না, তাদের সাহায্যের জন্য পরিকল্পনা করুন।

Copyright 2004 © by Paul-Timothy. May be freely copied. Download from www.Paul-Timothy.net